হামবুর্গে ব্রিকস নেতাদের ঘরোয়া বৈঠক

পাঁচ ব্রিকস দেশের নেতারা জার্মানির হামবুর্গে জি-২০ শিখর সম্মেলনের ফাঁকে একটি ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হন। এটা সেপ্টেম্বরে চিনের শীয়েমেনে আসন্ন নবম ব্রিকস বৈঠকের রূপরেখা। চিনা প্রেসিডেন্ট শী বলেন তিনি ব্রিকস নেতাদের স্বাগত জানানোর জন্য উদগ্রীব।

বৈঠকে যোগদান করে নেতারা শীয়েমেনে আসন্ন ব্রিকস শিখর সম্মেলনের প্রস্তুতি ও অগ্রাধিকারের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, বিশ্ব অর্থনীতি এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ব্রিকসকে আরও মজবুত করে তুলতে হবে এবং নেতৃত্ব দিতে হবে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, জঙ্গি কার্যকলাপে অর্থ সরবরাহ, সাহায্যকারী, নিরাপদ আশ্রয়, সমর্থন এবং পৃষ্ঠপোষকদের বিরুদ্ধে জি ২০ কে সমষ্টিগতভাবে লড়াই করা উচিত। সম্প্রতি জিএসটি-র প্রবর্তন-সহ ভারতের সংস্কারের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, সুসংহত বিশ্ব অর্থনীতির পুনরুদ্ধারের জন্য একসঙ্গে কাজ করা উচিত। তিনি সংরক্ষণবাদের বিরুদ্ধে সরব হওয়ার কথা বলেন, বিশেষ করে বিজ্ঞান ও পেশাদার আন্দোলনগুলির মধ্যে সমবায়ী ভয়েসকে তিনি সমর্থন করেন। তিনি প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য ভারতের অঙ্গীকারের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য বিশ্বব্যাপী তার বাস্তবায়নের কথা বর্ণনা করেন। তিনি ব্রিকস রেটিং এজেন্সি প্রতিষ্ঠার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে বলেন যে, আফ্রিকার উন্নয়নে সহযোগিতা অন্যতম অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। এ ছাড়াও তিনি আরও বৃহত্তর মানুষ-মানুষে যোগাযোগের কথা বলেন।

প্রেসিডেন্ট শী-এর সভাপতিত্বে ব্রিকসের গতিশীলতার প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী এবং ব্রিকস শীয়েমেন সম্মেলনের জন্য পূর্ণ সহযোগিতা ও শুভেচ্ছা জানান।

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের পরই বৈঠক শেষ হয়ে যায় এবং প্রেসিডেন্ট শী ২০১৬ সালে গোয়া সম্মেলনের ফলাফল হিসাবে ভারতের নেতৃত্বে ব্রিকসের অগ্রগতি এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইকে সমর্থন জানান। এ ছাড়াও তিনি অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নে ভারতের সাফল্যের প্রশংসা করেন এবং একে ভারতের বড় সাফল্য বলেও শুভেচ্ছা জানান।

নয়াদিল্লি

জুলাই ০৭, ২০১৭